দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 5 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা '৯৮ র প্রশ্নপত্র নেপথ্য চিত্র

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সারা দেশে একই দিনে, একই প্রশ্নপত্রে সম্পন্ন হয়। প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পরিচালক (ন্যাপ) এবং পরিচালক (ট্রেনিং)-এর ওপর। কত ধরনের প্রশ্নপত্র এবং তার কোড নং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাই নির্ধারণ করেন। সারা দেশের জন্য প্রতিবিষয়ে তেতাল্লিশ হাজার প্যাকেট তৈরি হয়। চারটি বিষয়ে (৪৩০০০×৪=১৭২০০০) এক লাখ বাহাত্তর হাজার প্যাকেট। যদিও ১৯৯৮-এর জন্য দুই সেট প্রশ্নের জন্য ৩,৪৪,০০০ প্যাকেট প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে "উন্মেষ ৫৫" এবং "উন্মেষ ৫৬" লেখা থাকার কথা। উক্ত কোড নম্বর প্রদানের জন্য বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজেকেই ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেয়ার কথা, তিনি তা করেননি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পরিচালক (ট্রেনিং) কর্তব্য অবহেলা করে বিজি প্রেসে উপস্থিত থাকেননি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এজন্য দায়ী কি উপ-পরিচালক প্রাঃ শিঃ ঢাকা বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ?

এ বছর প্রশ্নের প্যাকেটের বান্ডিলের গায়ে কোড মেশিন দ্বারা কেবল মাত্র ৫৫ এবং ৫৬ লেখা ছিল। প্রতিবান্ডিলে ২০/২৫ থেকে পঞ্চাশটি প্যাকেট থাকে। এখানে উল্লেখ্য, অথচ প্রত্যেকটি প্যাকেটে কোড নং ৫৫ এবং কোড নম্বর লেখা ছিল না। কেবল মাত্র বান্ডিলের গায়ে কোড নম্বর ছিল ৫৫ এবং ৫৬, তাও আবার কোড মেশিনে ছাপা নয়।

প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যাপ পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর তদারকি এবং নির্দেশে উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, তার আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিতরণকার্য সম্পন্ন করেন। উপ-পরিচালক ঢাকা বিভাগকে বিতরণকার্যে নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তারা কোড নং যে প্যাকেট নেই, তা অবগত করা সত্ত্বেও উপ-পরিচালকের নির্দেশে পৃথক পৃথক ট্রাঙ্ক পৃথকভাবে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ভর্তি করে সিলগালা করা হয়। অধস্তন অফিসারদের অভিযোগ সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করেন দায়িত্ব পালনরত সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক।

প্রতিটি জোন থেকে আগত ম্যাজিস্ট্রেট, ডিপিইওগণকে থানা পর্যায়ে বিতরণের নির্দেশিকা প্রদান করা হয় এবং স্বাক্ষর গ্রহণ করে প্যাকেট ভর্তি ট্রাঙ্ক তারা বুঝে নেয়।

৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৪টা জেলায় যথাযথভাবে থানা পর্যায়ে প্রশ্নপত্র বিতরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ১০টি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ থানা পর্যায়ে প্রশ্ন বিতরণের সময় ব্যালট পেপার গণনার মতো কার্য শুরু করেন। এতে উন্মেষ ৫৫ এবং ৫৬ প্যাকেটের পৃথক ট্রাঙ্কের প্যাকেট একত্রে মিশিয়ে ফেলেন। যার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা পর্যায়ে প্রশ্ন বিতরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সারা দেশে পরীক্ষা পিছানো হয়। উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ প্রতিটি ট্রাঙ্কে তিন বার লিখেছেন "৫৫" এবং "৫৬"।

ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বলা হয় যেন এক ট্রাঙ্কের প্রশ্ন অন্য ট্রাঙ্কে না মিশে যায়। কিন্তু ১০টি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ একত্রে প্রশ্নের প্যাকেটসমূহ মিশিয়ে ফেলেন।

এর জন্য কে দায়ী– এটাই প্রশ্ন। কাজেই বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত এবং তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। তা না হলে এর পুনরাবৃত্তি আরও ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি করবে।

জয়ন্ত ভূষণ দেব
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর
ঢাকা বিভাগ।